*আমার অনুভূতি*

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষক হলেন শিক্ষার মেরুদণ্ড, আর যুব সমাজ হল জাতির ভবিষ্যৎ। একটি দেশের টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন সু-শিক্ষিত নাগরিক। আর সেই দেশের নাগরিকদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যই বিদ্যালয়। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার্থীদের একমূখী প্রতিভার অধিকারী হলে তাকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহ থাকতে হবে বেশী, জানতে হবে বেশী, পড়তে হবে বেশী। কারন শিক্ষা মানুষের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। যত বেশী শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে, মূল্যবোধ ততবেশী উন্নত হবে। শিক্ষা মানুষকে মূল্যবোধ ও মানবিক করে গড়ে তোলার মাধ্যম। লেখপড়ার উদ্দেশ্য আমরা মতে শুধু মাত্র G.P.A.5 পাওয়া নয়। শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাকে সিলেবাসের বাইরে চলে যেতে হবে। কেননা জি,পি,এ 5 পাওয়ার জন্য ছাত্র/ছাত্রীরা কোচিং নির্ভর হয়ে শিক্ষার্থীর পরিবর্তে পরীক্ষার্থী হয়ে উঠেছে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি শক্তি, উন্নয়ন, ব্যবহার,সংস্কৃতি,শিল্প কর্মস্পৃহা, আদর্শ, আনুগত্য, জাতি অর্থাৎ ব্যাক্তি বিশেষের প্রজ্ঞা কর্মস্পৃহার উন্নয়ন ও জাতীয় আদর্শ, শিক্ষা সংস্কৃতির যথার্থ ব্যাবহারই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা একটি শিল্প। যেটির পিছনে একজন শিল্পী কাজ করেন। যাঁকে আমরা শিক্ষক বলি। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। আর এই পেশাটি তখনি মহান হয় যখন ব্যাক্তি নিজে মহান হয়। শুধু মাত্র বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করেন, শিক্ষক শব্দটা শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য বিষয়টা আমি তা মনে করিনা। কারণ বিদ্যালয়ের বাইরে ও কিছু সংখ্যক গুণি শিল্পি আছেন যাঁরা আড়ালে আবডালে দেশ ও জাতির কথা এবং জাতির ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। কারন একটি পরিবার, একটি সমাজ অথবা যেকোন প্রতিষ্ঠান অসৎ লোকের ক্ষতির কারণে নষ্ট হয়না। বরং নষ্ট হয় সৎ লোকের নিরবতার কারনে। সেই সকল জ্ঞানী গুণি ও সৃজনশীল মানুষ গুলো যদি একটু সরব হয়ে উঠেন তাহলে সমাজে আলো জ্বলবেই। এই আল আর কোনো কালেই স্তব্ধ হবেনা। পাঞ্জেরী ও চাঁদপুরকণ্ঠ চাঁদপুর জেলায় যে আলো জ্বালিয়েছে তার ফোকাস চাঁদপুরকে অতিক্রম করে অন্যান্য জেলা সদরে গিয়ে ও জ্বলে উঠেছে। দৈনিক সমকাল কর্তৃক একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে গত ১৬/০৫/২০১৫ তারিখে যখন চট্টগাম কলিজিয়েট স্কুলে অংশ গ্রহণ করতে উপস্থিত হই। তখন চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য বিতার্কিক গণ কানাকানি শুরু করলো যে চাঁদপুর আসছে। তবে এত বড় একটি আয়োজনে ও আমি চাঁদপুরের বিতার্কিকদের মনে কোন চাপ বা বিষন্নতা লক্ষ করিনি। বরং তাদের মধ্যে আমি আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল লক্ষ করলাম। তা ছাড়া গত ২০/০৬/২০১৫ তারিখে যখন বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৪ তম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে উপস্থিত হই। তখন অডিটরিয়ামের অন্যান্য বিতার্কিক গণ কানাকানি শুরু করলো যে চাঁদপুর আসছে। শুধু বিতার্কিক গণ নয়, তাদের সাথে যারা সহয়তাকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন তাদের ও একই সুর আপনারা কী চাঁদপুরের? সমগ্র বাংলাদেশে আজ চাঁদপুরের এই অর্জন এবং এই সুনাম কৃতিত্ব আমি মনে করি সি,কে,ডি,এফ এর। সুন্দরের উপমার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় চাঁদকে উল্লেখ করি। কিন্তু চাঁদকে আলোকিত করার পিছনে সূর্যের যে ভূমিকা তা ভুলে যাওয়াটা নিমকহারামি ছাড়া আর কিছুই না। সি,কে,ডি,এফ সাথে যারা সম্পৃক্ত আছেন তাদের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব উত্তম কুমার সাহা স্যার কে। যিঁনি বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ দিয়ে মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিতার্কিকদের সমৃদ্ধ করেছেন। মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সহ চাঁদপুরের সকল বিতার্কিকদের শুভ কামনায়-

মোঃ মিজানুর রহমান

সহকারী শিক্ষক

মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর।

e-mail: mizan.interspeed@gmail.com